চলো সোনালি অতীত পানে

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রবেশিকা ১১

একটু ভাবুন ১২

অভিযাত্রা - ১
কুরবানি ও আত্মত্যাগ ১৩

অভিযাত্রা - ২
বিজয়ের পথে যাত্রা ১৫

অভিযাত্রা - ৩
দ্বীনের কল্যাণে সাদাকা ১৭

অভিযাত্রা - ৪
অনুপম আনুগত্য ১৯

অভিযাত্রা - ৫
আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ২৪

অভিযাত্রা - ৬
হিজাব ২৬

অভিযাত্রা - ৭
জান্নাতের দরোজা ২৮

অভিযাত্রা - ৮
অপূর্ব শাহাদাত ৩১

অভিযাত্রা - ৯
কিশোর মুজাহিদ ৩৩

অভিযাত্রা - ১০
মরণজয়ী সাহাবি ৩৫

অভিযাত্রা - ১১
ইমানদীপ্ত দাস্তান ৩৬

অভিযাত্রা - ১২
পূর্বাহ্নের আমল ৪০
অভিযাত্রা - ১৩
সততার ফল ৪২
অভিযাত্রা - ১৪
নিষ্ঠার সৌরভ ৪৪
অভিযাত্রা - ১৫
অপূর্ব ইখলাস ৪৬
অভিযাত্রা - ১৬
আদর্শ নারী ৪৭
অভিযাত্রা - ১৭
নবি-তনয়া ৪৯
অভিযাত্রা - ১৮
বর নির্বাচন ৫০
পুনর্যাত্রা শুরুর আগে ৫৩
অভিযাত্রা - ১৯
পর্দার গুরুত্ব ৫৬
অভিযাত্রা - ২০
আদর্শ দায়ি ৫৮
অভিযাত্রা - ২১
দানশীলতা ৬১
অভিযাত্রা - ২২
কৈশোরের স্বপ্ন ৬৩
অভিযাত্রা - ২৩
মায়ের জজবা ৬৫
আত্মপর্যালোচনা ৬৭

অভিযাত্রা - ২৪
পরকালের পাথেয় ৬৯
অভিযাত্রা - ২৫
অনুপম ভ্রাতৃত্ব ৭১
অভিযাত্রা - ২৬
মূর্খ আলিম কারা? ৭৩
অভিযাত্রা - ২৭
তালিবুল ইলম ৭৫
অভিযাত্রা - ২৮
অনুপম ধৈর্য ৭৭
অভিযাত্রা - ২৯
একটি ভুলে যাওয়া ফরজ ৮০
অভিযাত্রা - ৩০
গাসিলুল মালাইকা ৮২
অভিযাত্রা - ৩১
সন্তানের পরিচর্যা ৮৪
অভিযাত্রা - ৩২
তাবুক অভিযান ৮৬
অভিযাত্রা - ৩৩
জান্নাতের পথে যাত্রা ৮৮
শেষ কথা ৯০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রবেশিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِيْنَ

প্রিয় মুসলিম ভাই!

চলো... আমরা হাদিস ও ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টাই—মনোনিবেশ করি প্রিয়নবির সিরাত ও সালাফের জীবনী অধ্যয়নে।

চলো... সময়ের পথ ধরে হারিয়ে যাই সুদূর অতীতে, যেখানে মাথা উঁচু করে আছে ইতিহাসের আলো-ঝলমলে মিনার; দেখা যায় পুণ্যাত্মা পূর্বসূরিদের কর্মমুখর জীবন। ইমান ও সততার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত যাঁদের মনন। শতাব্দীর দেয়ালে সাঁটা যাঁদের কর্মগাথার রঙিন পোস্টার।

চলো... নবায়ন করি আমাদের ইমান। আবার জেগে উঠি নতুন প্রত্যয়ে—সুদৃঢ় সংকল্পে।

ইতিহাসের এই আলোক মিনার আমাদের চেতনার বাতিঘর—সমৃদ্ধ জীবনপথের স্বীকৃত রাহবার। ইতিহাসের বিশাল সিন্ধু থেকে মাত্র কয়েকটি বিন্দু আমরা এখানে চয়ন করার প্রয়াস পেয়েছি। নয়তো এই উম্মাহর নথিপত্রে সংরক্ষিত আছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস—মণিমুক্তোখচিত এক ঝলমলে উপাখ্যান। ইতিহাসের পাঠক ও গবেষক মাত্রই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন।

চলো... নির্জন পথের ভয়কে জয় করি। ঝেঁটিয়ে বিদায় করি যত আলস্য আর জড়তা। সকল ভেদাভেদ ছুড়ে ফেলে হই কাফেলাবদ্ধ।

একটু ভাবুন

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾

'আর অগ্রবর্তীগণই অগ্রবর্তী, ওরাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।'[১]

শাইখ আব্দুর রহমান সাদি ﵀ বলেন, 'দুনিয়ায় যারা কল্যাণের পথে অগ্রবর্তী, আখিরাতে তারাই জান্নাতে প্রবেশে অগ্রবর্তী।'

এই গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লোকেরাই জান্নাতুন নাইমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হবেন। অধিষ্ঠিত হবেন মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে। বেহেশতের সুউচ্চ মহলের চূড়ায় নয়, একেবারে চূড়ান্তেই হবে তাদের অবস্থান।

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾

'তাঁদেরকেই আল্লাহ তাআলা পথ দেখিয়েছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ করো।'[২]

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত। যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল।'[৩]

.....

১. সুরা আল-ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১০।
২. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৯০।
৩. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ২৪।

অভিযাত্রা - ১

কুরবানি ও আত্মত্যাগ

প্রিয় ভাই!

চলো...

এবার আমরা যাত্রা করব দাওয়াহর সূচনাকালে। রিসালাতের ঊষালগ্নে। প্রাণভরে দেখব, কেমন ছিল তাঁদের কুরবানি ও আত্মত্যাগ। কেমন ছিল তাঁদের ধৈর্য ও সহনশীলতা।

আজ শোনাব এমন এক উম্মাহর ইতিহাস, পৃথিবীর বিস্তৃত আকাশে যারা উড়িয়েছিল জিহাদ ও দাওয়াহর বিজয় নিশান।

এই উম্মাহর নবি মুহাম্মাদ ﷺ একবার সাহাবায়ে কিরামের বড় একটি কাফেলা নিয়ে সফরে বের হন। সঙ্গে আছে একটি মাত্র উট, যাতে তাঁরা পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছেন। পথ বিপদসংকুল। বাহন স্বল্প। পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হচ্ছে দীর্ঘ প্রান্তর। বন্ধুর পথে ক্ষতবিক্ষত তাঁদের পা। পাথরের আঁচড়ে নখ খসে পড়ার উপক্রম। কিন্তু বিরাম নেই মুবারক এই কাফেলার যাত্রায়। অবিরাম এগিয়ে চলছে গন্তব্যের উদ্দেশে।

আবু মুসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অভিযানে বের হই। সংখ্যায় আমরা ছয় জন। বাহন হিসেবে আছে একটি মাত্র উট। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে সওয়ার হচ্ছি। (নগ্নপদে দীর্ঘ সফরের কারণে) আমাদের পা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। আমার পাও জখমি হয়। নখগুলো খসে পড়ে। বাধ্য হয়ে আমরা পায়ে কাপড়ের নেকড়া জড়িয়ে নিই...।'[৪]

.....

৪. সহিহুল বুখারি : ৪১২৮, সহিহু মুসলিম : ১৮১৬।

এই হলো উম্মতের নবি ও তাঁর সাহাবিদের আত্মত্যাগের একটি নমুনা! আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবির ওপর সালাত ও সালাম নাজিল করুন। তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবিদের ওপর সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে, আসমানের বিশালতায় কালিমার ঝান্ডা উড্ডীন করতে তাঁরা শত-শত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এই হলো কেবল একটিমাত্র যুদ্ধের ছোট্ট একটি দৃশ্য।

হে মুসলিম!

দাওয়াতের কাজে বের হয়ে, দ্বীনের প্রচার করতে গিয়ে তুমি কেমন কষ্ট সহ্য করেছ?

আজ এতটুকুই। এবার তোমার কারগুজারি শোনাও দেখি। তুমি কী কী কুরবানি পেশ করেছ, একটু বলো। দ্বীনের জন্য তোমার এই নীরব ভূমিকায় কি তুমি লজ্জিত নও?

অভিযাত্রা - ২

বিজয়ের পথে যাত্রা

আল্লাহ তাআলার একটি চিরায়ত বিধান হচ্ছে, ইসলাম ও কুফরের পারস্পরিক সমীহের কোনো অবকাশ নেই। উভয়ের সম্মিলন বা সহাবস্থানেরও কোনো সুযোগ নেই। এটি তো দুর্বল ও শক্তিহীন পর্যায়গুলোর কথা। অন্যথায় সাধারণত হক ও বাতিলের সংঘাত, ইসলাম ও কুফরের সংঘর্ষ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। সূচনাকাল থেকেই এই দ্বীনকে লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে অসংখ্য তির, তাক করা হচ্ছে অগণিত ধারালো বর্শা। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে কখনো শ্লথ হয়ে আসে দ্বীনের অগ্রগতি। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দ্বীন আবার ফিরে পায় তার সহজাত চলৎশক্তি। দ্বীনের এই পুনরুত্থান ও পুনর্যাত্রা নির্ভর করে দ্বীনের পতাকাবাহীদের ত্যাগ ও কুরবানির ওপর।

কুফরিশক্তি চায় এই দ্বীনকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে। এই লক্ষ্যে তারা প্রণয়ন করেছে হাজারো নীলনকশা। ছড়িয়ে দিয়েছে ষড়যন্ত্রের কুটিল জাল। দ্বীনের প্রাসাদ ধসিয়ে দিতে তাবৎ কুফরিশক্তি একযোগে আঘাত করছে। মুখের ফুৎকারে তারা নিভিয়ে দিতে চায় সত্যের আলো। যত উপায়-উপকরণ আছে, যত কৌশল ও পদ্ধতি হতে পারে সবই তারা পরীক্ষা করে দেখেছে। তবুও তারা ইসলামের পুনরুত্থান ঠেকাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তাদের চোখের সামনেই দ্বীনের সবুজ বৃক্ষ পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠছে; চারদিকে ডালপালা বিস্তার করে মহিরুহে রূপ নিচ্ছে।

এবার চলো... চলমান দিনগুলোর দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। বর্তমানে যখন গোটা মুসলিম-বিশ্বের ওপর কাফির রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে। ক্রমশ বাড়ছে তাদের অবরোধের পরিধি। পরিণামে ধ্বংস হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কৃষি ও শিল্প খাতসমূহ। মুসলমানদের বংশবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। ব্যাপকহারে মারা পড়ছে রোগীরা। অপুষ্টিতে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। গর্ভপাতের হার বেড়ে গেছে বহুগুণে। উৎপাদনের সূচক

ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। খেতখামারগুলো শুকিয়ে গেছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে।

এই রজনীর সাথে বিগত রজনীর কতই না মিল!

কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কুরাইশের কেউ তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না; তাদের সঙ্গে কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন করবে না; ক্রয়-বিক্রয় করবে না; তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি করবে না; তাদের প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি দেখাবে না—যতক্ষণ না তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কুরাইশের হাতে সোপর্দ করে। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে শিআবে আমিরে বা আমিরের ঘাঁটিতে প্রায় তিন বছর অবরুদ্ধ করে রাখে। সঙ্গে ছিল বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব। এই দিনগুলো তারা অনেক কষ্টে পার করে। অনাহারে অর্ধাহারে তাদের দিন কাটে। ঘাঁটিতে খাবার আসার প্রকাশ্য সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। কেউ কিছু পাঠাতে চাইলে বেশ গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হতো। ক্ষুধার্ত শিশুদের আর্তনাদ ও নারীদের আহাজারি অনেক দূর থেকেও শোনা যেত। অবস্থা এতই করুণ হয়ে ওঠে যে, তারা গাছের পাতা ও পশুর চামড়া খেতে বাধ্য হয়।

কঠিন অবরোধ, তুমুল সংঘাত ও চরম দুর্ভোগের পর এই সংকীর্ণ ঘাঁটি থেকে উৎসারিত হয় আসমানি আলোকের প্রবহমান ঝরনাধারা। সত্যের আলোয় প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ আরবের প্রতিটি ঘাঁটি। অভাবের সময় ক্ষুধার তাড়নায় যারা গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাদের আয়ত্তে আসে কিসরার রাজকোষাগার—হস্তগত হয় কায়সারের সমৃদ্ধ ধনভান্ডার।

আজও প্রতীক্ষা করি, কবে মুসলমানরা প্রত্যাবর্তন করবে সঠিক পথে; কবে তারা পরিপূর্ণভাবে সিরাতে মুসতাকিমের অনুসরণ করবে। **কবে হবে অভিযাত্রা বিজয়ের পথে?**